মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #১

ভূমিকা

প্রিয় বন্ধুরা, খুব আনন্দ এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে আমি পুরাতন নিয়মের সমাগমতাম্বুর এই গভীরভাবে অধ্যয়ন করার অনুরোধের উত্তর দিচ্ছি। সম্পূর্ণ বক্তৃতা জুড়ে, আপনাকে একটি প্রকৃত সমাগমতাম্বুর বেশ কয়েকটি চিত্র দেখানো হবে যে তাম্বু পুনর্গঠন করা হয়েছে। এবং এই চিত্রগুলি আপনাকে কিছুটা সমাগমতাম্বুর বিষয়ে কল্পনা করতে সাহায্য করবে যা ঈশ্বর মোশিকে নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন।

সমাগমতাম্বু—আমরা এটিকে শিশুদের বাইবেলের সাথে তুলনা করতে পারি। শিশুদের বাইবেলে, আমরা শিশুকে গল্পটি মনে রাখতে বা বুঝতে সাহায্য করার জন্য নির্দিষ্ট দৃশ্যের ছবি যোগ করার চেষ্টা করি। আমরা সবাই জানি যে একটি ছবি এক হাজার শব্দের মত। এবং একইভাবে, ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকেদের ব্যবস্থা এবং সুসমাচার, বা পরিত্রাণের সম্পূর্ণ উপায় উভয় বিষয়ে তাঁর শিক্ষাগুলি বুঝতে সাহায্য করার জন্য এই তাম্বুর নকশা করেছিলেন।

একটি খুব সুন্দর পদ্ধতিতে, সমাগমতাম্বু বিভিন্ন উপায়ে পরিত্রাণের নতুন নিয়মের মূল মতবাদগুলিকে চিত্রিত করে। আমাকে, উদাহরণ স্বরূপ, সাধারণ বিন্যাস, পবিত্র সমাগমতাম্বুর সম্পূর্ণ বিভাজন, এবং পবিত্রতম স্থান সম্পর্কে চিন্তা করতে দিন; অথবা, আপনি যদি সূক্ষ্ম বিবরণ এবং বিভিন্ন টুকরাগুলির ব্যবহার দেখেন; অথবা, আপনি যদি ইস্রায়েলীয় এবং যাজক উভয়ের বিভিন্ন কর্ম পরীক্ষা করেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আপনি দেখতে পাবেন যে সমাগমতাম্বু হল যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর পরিচর্যার একটি মহিমান্বিত চিত্র, এবং গুরুত্ব, তা হল উদ্ধারের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের কেন্দ্রীয়তা।

তাহলে, আমরা এই কোর্সে কি কি অন্তর্ভুক্ত করার আশা করি? প্রথমত, আমরা সমাগমতাম্বুর একটি পরিচায়ক অধ্যয়ন দিয়ে শুরু করব, এবং সমগ্র বাইবেলে মন্দিরের প্রতীকবাদের বিষয়ে দেখব। এবং দ্বিতীয়ত, আমরা সমাগমতাম্বুর প্রতিটি দৃষ্টিকোণের দিকে মনোনিবেশ করব, যা অবশ্যই প্রবেশদ্বার দিয়ে শুরু হবে এবং সমাগমতাম্বুর প্রাণকেন্দ্রে গিয়ে শেষ হবে, যেটি হল অতি পবিত্র স্থান। এবং তৃতীয়ত, যখন আমরা এই সমস্ত স্বতন্ত্র বিষয়গুলি দেখি, তখন আমি এই শিক্ষার কিছু অংশগুলো যুক্ত করব যে কিভাবে আমরা একজন বিশ্বাসী হিসাবে, এই মহিমান্বিত ভবনে প্রদর্শিত বিভিন্ন সুসমাচারের সত্যগুলিকে অভিজ্ঞতা করতে পারি। এবং আমার আশা যেন আমাদের অধ্যয়নের ফল হতে পারে, যেমন এক ব্যক্তি একবার তীব্র আনন্দ এবং গভীর অনুভূতি নিয়ে বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরের পর্বতে গিয়েছিলাম এবং আমি সদাপ্রভু ঈশ্বরের মহিমা দেখেছি"।

তাই সম্ভবত সবচেয়ে আশ্চর্যজনক, আমরা যাত্রাপুস্তকের ২০ অধ্যায়ে আমাদের সমাগমতাম্বুর অধ্যয়ন শুরু করতে চলেছি। এখন সেই অধ্যায়টিতে স্বয়ং সদাপ্রভু ঈশ্বরের দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থার বিস্ময়কর দানকে লিপিবদ্ধ করা আছে। এবং ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের মহিমা পর্যবেক্ষণ করার পরে, তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তারা আক্ষরিক অর্থেই আতঙ্কিত ছিল। আমরা ঈশ্বরের বাক্যে পাঠ করি, "তখন সমস্ত লোক মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ, তূরীধ্বনি ও ধূমময় পর্ব্বত দেখিল; দেখিয়া লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইল, এবং দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।" (১৮ পদ)। ইব্রীয় লেখকরা এমনকি যোগ করেছেন যে মোশি তিনি নিজেই গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন: "এবং সেই দর্শন এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি কহিলেন, "আমি নিতান্তই ভীত ও কম্পিত হইতেছি"। (ইব্রীয় ১২:২১)। প্রত্যেকেই তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করেছে—আমরা এই পবিত্র মহিমা, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপস্থিতিতে এবং সান্নিধ্যে বাস করতে পারব না। এবং তাই, ইস্রায়েলীয়রা পিছিয়ে পড়ে, এবং

তারা ঈশ্বরের পরিবর্তে তাদের সাথে কথা বলার জন্য মোশিকে অনুরোধ করেছিল, কারণ ঈশ্বর আবার কথা বললে তারা ভয় পেয়েছিল যে তারা মারা যাবে। (২০ পদ)

সেকারণে মোশি তাদের অনুরোধ মেনে নিলেন, এবং তিনি ইস্রায়েলের পক্ষ থেকে সদাপ্রভুর কাছে বিনতি প্রার্থনা করলেন। এর উত্তরে, ঈশ্বর মোশিকে একটি বেদি তৈরি করার এবং যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায়ের ২৪ পদে সদাপ্রভু যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন: "তুমি আমার নিমিত্তে মৃত্তিকার এক বেদি নির্ম্মাণ করিবে, এবং তাহার উপরে তোমার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি, তোমার মেষ ও তোমার গোরু উৎসর্গ করিবে। আমি যে যে স্থানে আপন নাম স্মরণ করাইব, সেই সেই স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" এই শেষ বাক্যটি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি আসবেন, তাদের সাথে থাকবেন, কিন্তু সেই মহিমান্বিত মহিমায় আর থাকবেন না যেমনটি আমরা সিনয় পর্বতে দেখেছি। না, তিনি আসবেন এবং একটি বেদীর মাধ্যমে বাস করবেন—বিভিন্ন বলিদান সহ একটি বেদী। এবং তাঁর আগমন ছিল তাদের আশীর্বাদ করার জন্য। মোশির নির্মিত বেদীটি সমাগমতাম্বু সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একটি অস্থায়ী বেদী হিসাবে কাজ করেছিল। সুতরাং, আমরা সেই বেদীটিকে প্রকৃত সমাগমতাম্বুর একটি অগ্রদূত, পূর্বসূরি হিসাবে দেখতে পাচ্ছি।

এখন আমাদের সকলের জন্য ব্যবস্থা এবং সুসমাচারের বিধানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, যেমনটি যাত্রাপুস্তকের সেই অধ্যায়ে দেখা গেছে। ঈশ্বর, তাঁর পবিত্র মহিমায়, কেবল আমাদের মত অপবিত্র মানুষদের কাছেই অনভিগম্য এমন নয়, না, তিনি নিজেও তাঁর মহান এবং মহিমান্বিত পবিত্রতায় আমাদের মধ্যে বাস করতে পারেন না। কিন্তু এখন এই উভয় বিষয়কেই সম্ভব করার জন্য, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করতে পারেন এবং আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি, ঈশ্বর মোশিকে আদেশ করেছিলেন, "এই তাম্বুটি নির্মাণ কর"।

তাহলে আসুন আমরা যাত্রাপুস্তক ২৪ অধ্যায় ১ এবং ২ পদের দিকে ফিরে যাই। আমরা সেখানে পড়ি কিভাবে ঈশ্বর মোশিকে তাঁর উপস্থিতিতে ডেকেছিলেন। এবং যদিও প্রথমে, হারোণ, এবং নাদব, এবং অবীহূ এবং সত্তর জন প্রাচীনবর্গ সবাই মোশির সাথে যোগ দিয়েছিলেন, তবে একা মোশিই শেষ পর্যন্ত পর্বতে সদাপ্রভুর নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ পেয়েছেন। ১৫ পদে, আমরা এটি পড়ি: "মোশি যখন পর্ব্বতে উঠিলেন, তখন মেঘে পর্ব্বত আচ্ছন্ন ছিল।" ছয় দিন ধরে, মোশি সদাপ্রভু ঈশ্বরের এই মহিমার উপস্থিতিতে একা এবং নীরব ছিলেন, যা এখনও সিনয় পর্বতে অবস্থান করছিল।

এবং তারপর, সপ্তম দিনে, নীরবতা ভেঙ্গে গেল, যখন সদাপ্রভু মোশিকে তার কাছে আসার জন্য আহ্বান করেছিলেন। এবং আমরা তখন পড়ি, ১৮ পদে: "আর মোশি মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতে উঠিলেন। মোশি চল্লিশ দিবারাত্র সেই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিলেন।" এই চল্লিশ দিন এবং চল্লিশ রাতের মধ্যেই যিহোবা ঈশ্বর মোশিকে সমাগমতাম্বু ভবনের সঠিক বিবরণ দিয়েছিলেন, যা আমাদের অনুমান করতে হবে যে মোশি সেই সময়ে বা সম্ভবত পরে সতর্কতার সাথে লিখে রেখেছিলেন। তিনি যাত্রাপুস্তক ২৫:৮-৯ পদে মোশির সাথে কথা বলেছিলেন: "আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব। আবাসের ও তাহার সকল দ্রব্যের যে আদর্শ আমি তোমাকে দেখাই, তদনুসারে তোমরা সকলই করিবে।" তাই ঈশ্বরের মঙ্গলের এই অত্যন্ত সুন্দর প্রকাশের পুনরাবৃত্তি মিস করবেন না। তিনি এই তাম্বুটি নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাদের মধ্যে বাস করতে পারেন। কিছুই না—এই সমাগমতাম্বুর কোন বিষয় সৃজনশীলতা বা নির্মাতার ধারণার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এটা লক্ষণীয় যে কুড়ি বার এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, "সদাপ্রভু যেভাবে মোশিকে আদেশ করেছিলেন"।

মোশির কত অদ্ভুত এক আনন্দের অনুভূতি হয়েছিল, যখন সদাপ্রভু এই তাম্বুর জন্য এই মহিমান্বিত পরিকল্পনাটি উন্মোচন করেছিলেন যা মোশি তৈরি করবেন। কতই না সৌভাগ্যের বিষয় মহাবিশ্বের ঈশ্বর যিহোবা তাদের মধ্যে বসবাস করবেন, সেই জ্বলন্ত ঝোপের গম্ভীর চেহারায় নয় যা মোশি তার জীবনের আগে দেখেছিলেন; এবং বজ্রপাত ও বিদ্যুতের মহিমায় নয়, যেমনটি সিনয় পর্বতে দেখা গেছে। কিন্তু পরিবর্তে, সদাপ্রভু ঈশ্বরের শান্ত সুন্দর তাম্বুর মধ্যে বাস করবেন।

আমরা এই বিষয়ে সকলেই একমত হব যে, মোশি এবং ইস্রায়েলীয়দের জন্য, তাম্বুটি তাদের সমস্ত মনোযোগের যোগ্য একটি বস্তু ছিল। এবং আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না যে সাধারণ ইস্রায়েলীয়রা তাম্বুর সমস্ত তাৎপর্য কতটা বুঝতে পেরেছিল। এখন এই বিষয়ে উত্তর দেওয়া আমাদের জন্য কঠিন। আমরা এমনকি জানি না যে সমস্ত যাজক এবং লেবীয়রা,

যারা এই তাম্বুতে কাজ করেছিল, তারাও তাম্বুর এবং পরে শলোমনের মন্দিরের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিল কিনা।

কিন্তু আপনার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সঠিক হবে যে, কেন আমরা, যারা নতুন নিয়মের সময়ে বসবাস করি, এই প্রাচীন নির্মানটির জন্য একটি বিশদ অধ্যয়ন উৎসর্গ করব যা আজ আর বিদ্যমান নেই। ঈশ্বরের প্রকাশের এই অংশে আমাদের মনোযোগ উৎসর্গ করার জন্য আমি এই পাঁচটি কারণ শেয়ার করতে চাই। প্রথমটি হল যে ঈশ্বর নিজে বাইবেলের অন্য যেকোন বিষয়ের চেয়ে সমাগমতাম্বুর প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। যদিও পবিত্র আত্মা এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য একটি একক অধ্যায় ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই সম্পূর্নে পুস্তকে পঞ্চাশটি অধ্যায় রয়েছে যেগুলি সমাগমতাম্বু এবং তার পরিষেবাগুলির জন্য উৎসর্গীকৃত। ঈশ্বর পৃথিবী তৈরি করতে ছয় দিন ব্যয় করেছিলেন, তবুও মোশির কাছে তাম্বুর নকশার বিস্তারিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ, বৃত্তান্ত দিতে তাঁর লেগেছিল চল্লিশ দিন। আমি মনে করি যে এমনকি এই তথ্যগুলিও এটা স্পষ্ট করে যে সমাগমতাম্বু ঈশ্বরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং বন্ধুরা, ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ যেকোন বিষয় আমাদের অধ্যয়নের যোগ্য। এবং পৌল যেমন লিখেছেন যে "প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী", তাহলে অবশ্যই, ঈশ্বরের বাক্যের এই পঞ্চাশটি অধ্যায় আমাদের জন্য কোনো না কোনো উপায়ে আধ্যাত্মিকভাবে লাভজনক হওয়া উচিত।

এখন সমাগমতাম্বু অধ্যয়ন করার দ্বিতীয় কারণ হল এটি ঈশ্বরের নিজস্ব মহিমান্বিত চরিত্রের একটি দৃশ্যমান প্রকাশ। বন্ধুরা, ঈশ্বরের চরিত্র বা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর তাই, ঈশ্বরের চরিত্রের মহিমা অধ্যয়ন করার জন্য আমরা যত বেশি মনোযোগ দিতে পারি, আমরা ততই শক্তিশালী খ্রীষ্টবিশ্বাসী হব। এখন, ঈশ্বরের অনেক মহিমান্বিত গুণাবলী যতটা সম্ভব সমাগমতাম্বুর বিবরণে প্রদর্শন করা হয়েছে। সমাগমতাম্বুর কাছে যাওয়ার অর্থ এমন একটি জায়গায় পৌঁছান যেখানে আপনি সম্ভবত পবিত্রতার শ্বাস গ্রহন করতে পারবেন। দুর্দান্ত এবং ঝকঝকে সাদা বেড়া এবং তারপর বেদীতে সর্বদা জ্বলন্ত আগুন; এবং পবিত্র স্থানে সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; এবং তারপর অপ্রবেশযোগ্য অতি পবিত্রতম স্থান, যেখানে শুধুমাত্র বছরে একবার মহাযাজক প্রবেশ করেন; এবং তার উপরে, মেঘস্তম্ভ বা অগ্নিস্তম্ভ – এই সমস্ত সকলেই একই সত্যের উপরে জোর দেয়: আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর পবিত্র।

এবং তবুও, তাম্বুর মাঝখানে পুরো নির্মানটি ঈশ্বরের প্রেম, করুণা এবং অনুগ্রহকে প্রকাশ করে, একইসঙ্গে, তাঁর জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। তিনি এই লোকেদের মধ্যে বসবাস করতে সক্ষম হওয়ার জন্য একটি ঐশ্বরিক বিধান করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র প্রেম নিজেই একটি ভগ্ন ব্যবস্থা বাতিল করতে পারে না। প্রেম অপরাধবোধকে বাতিল করতে পারে না। ন্যায়বিচার এবং সত্য দাবি করে যে একজন পাপী যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করেছে তার মৃত্যু হওয়া উচিত। এই সত্যটি যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ব্যতীত করুণার প্রয়োগ করা যায় না স্পষ্টভাবে সেই বলিদানের দাবিতে চিত্রিত হয় যা সে জ্বলন্ত বেদিতে ক্রমাগত আগুন দ্বারা গ্রাস করা হয়।

আমরা এটিকে বিশাল কাঠামোর সমস্ত বিবরণে দেখতে পাই, পাপীদের উদ্ধার করার ক্ষেত্রে তাঁর পরিত্রাণের পদ্ধতিতে ঈশ্বরের জ্ঞানের সমষ্টি। এবং পৌল উদ্ধৃত করেছেন, ১ করিন্থীয় ২ অধ্যায় ৯ পদে, "কিন্তু, যেমন লেখা আছে, "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই। যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।" এখন এই সত্যটি স্বর্গ সম্পর্কে সত্য হলেও সেই অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্বর্গের মহিমার কথা বলছে না। প্রেরিত, শাস্ত্রের এই অংশে, ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, তাঁর মধ্যে পরিত্রাণের উপায় এবং পদ্ধতির নকশার উল্লেখ করেছেন। কোন মানব বুদ্ধি কখনই উত্তর দিতে পারে না যে কিভাবে একজন পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর একজন দোষী পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন এবং তার পবিত্র উপস্থিতিতে তাকে গ্রহণ করতে পারেন। সত্য, পবিত্রতা এবং ন্যায়বিচারের অন্যান্য গুণাবলীর সাথে আপস না করে ঈশ্বর কীভাবে পাপীদের প্রতি করুণাময় হতে পারেন তার উত্তর দেওয়ার কাছাকাছিও কোন রাজপুত্র বা বিশ্বের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও আসেনি। এবং বন্ধুরা, সমাগমতাম্বু নিয়ে আমাদের অধ্যয়নে, আপনি ঈশ্বরের মহৎ প্রজ্ঞার বিশদ বিবরণ দেখতে পাচ্ছেন—কীভাবে তিনি করুণা প্রয়োগ করতে পারেন, একই সময়ে, ন্যায়বিচার বজায় রাখতে পারেন।

যাত্রাপুস্তক ৩৬:৩১ পদে, আমরা পড়ি কিভাবে ঈশ্বর যিহূদা গোষ্ঠীর, ঊরির পুত্র বৎসলেলকে "ঈশ্বরের আত্মায়—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, ও সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে পরিপূর্ণ করিলেন।" এখন, ঈশ্বরের যে নকশার প্রয়োজন ছিল, সেই কারিগরের যদি এমন ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাঁর প্রজ্ঞা কত বেশি ছিল যিনি এই নকশা বানিয়েছেন।

এবং এটি আমাকে ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্যের এই অংশে আমাদের অধ্যয়নের সময় উৎসর্গ করার তৃতীয় কারণের দিকে নিয়ে আসে। বন্ধুরা, সমাগমতাম্বু হল পুরাতন নিয়মে যীশু খ্রীষ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা। আমাকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে দিন, আমি যীশুর একটি নমুনা বলতে কী বোঝাতে চাইছি। একটি নমুনাকে এমন বিষয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যাকে আমরা সিলুয়েট বলি। আপনি জানেন, একটি সিলুয়েট, একজন ব্যক্তির ক্ষুদ্র ছায়াময় প্রতিকৃতি। এগুলি হয় একজন ব্যক্তির মুখের ছবি হতে পারে, অথবা একজন ব্যক্তির পাশ থেকে তোলা ছবির মত। একটি সিলুয়েট একটি স্পষ্ট পরিষ্কার ছবি নয়, তবে এটি কেবল একজন ব্যক্তির মুখের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্যকে হাইলাইট করে। তাহলে ধরা যাক আপনি এমন একজন ব্যক্তির বেশ কয়েকটি সিলুয়েটের সাথে পরিচিত হয়েছেন যাকে আপনি জানেন না। এই সিলুয়েটগুলির সাথে পরিচিত হওয়ার পরে, আপনি বাস্তব জীবনে একবার দেখলেই তাকে সহজেই চিনতে পারবেন।

পুরাতন নিয়মের ইহুদীদের জন্য, এই দৃশ্যপটটি বিষয়টিকে বর্ণনা করে, বা বিষয়টি বর্ণনা করা উচিত। যেহেতু তারা পুরাতন নিয়মে যীশুর নমুনা বা সিলুয়েটগুলির সাথে বড় হয়েছিল, অবশেষে যখন তিনি এসেছিলেন তখন তাদের তাঁকে চিনতে সক্ষম হওয়া উচিত ছিল। না, এটা স্পষ্ট, তারপরও, তাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, উদাহরণস্বরূপ, লুক ২৪ অধ্যায়ে ইম্মায়ুর পথে দম্পতিকে যেমন চিত্রিত করা হয়েছিল। এটি কেবল তখনই যখন যীশু তাদের বোধগম্যতাকে খুলে দিয়েছিলেন যখন তারা হয়ত একে অপরকে বলেছিল, "পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রে তিনি এখন আমাদের নিজের সম্পর্কে যা দেখিয়েছেন তা আমরা কীভাবে মিস করতে পারি?"

সিলুয়েটগুলি অন্যভাবেও কাজ করে। ধরা যাক আপনি একজন ব্যক্তির সাথে পরিচিত। আপনি যাকে চেনেন সেই ব্যক্তিকে আপনি সহজেই চিনতে পারবেন, যখন আপনি তাকে সিলুয়েটে দেখবেন, তার নাকের আকৃতি, চুলের স্টাইল, চিবুক, অঙ্গভঙ্গিগুলি অবিলম্বে আপনার পরিচিত ব্যক্তিটিকে সনাক্ত করবে। আপনি দেখুন, আমরা যখন সমাগমতাম্বু অধ্যয়ন করি তখন আমাদের এটিই অনুভব করা উচিত। নতুন নিয়মের পৃষ্ঠাগুলিতে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানার পরে, আপনি তাঁকে সর্বত্র দেখতে শুরু করবেন, ইতিহাসের বিবরণে, ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং সমাগমতাম্বুতে।

উদাহরণস্বরূপ, নতুন নিয়মের আলোকে মাথায় রেখে, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। এর অর্থ কি যে সমাগমতাম্বুর একটি মাত্র দরজা আছে? কেন আপনি শুধুমাত্র যিহূদার তাম্বুর মাধ্যমে সমাগমতাম্বুতে প্রবেশ করতে পারেন? অথবা, সমাগমতাম্বুতে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহৃত চারটি রঙের তাৎপর্য কী? রঙগুলি ছিল ছিল সাদা, নীল, বেগুনি এবং লাল। অথবা, প্রায় সমস্ত আসবাবপত্র বাইরের দিকে কাঠ ও ব্রোঞ্জের বা বাইরের দিকে কাঠ ও সোনার তৈরি ছিল তার তাৎপর্য কী? এবং কেন একটি ব্রোঞ্জের ছিল, এবং কেন অন্যটি স্বর্ণের ছিল? এখন আশা করা যায়, এই প্রশ্নগুলি এই ঐশ্বরিক ভবনের বিশদ বিবরণে গভীরভাবে অনুসন্ধান করার বিষয়ে আপনার ক্ষুধা বাড়িয়ে তুলছে। এবং আপনি সমাগমতাম্বুর সাথে যত বেশি পরিচিত হবেন, আপনি যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের সাথে এবং পরিত্রাণের কাজে তিনি আমাদের কাছে যা বোঝাতে চান সে বিষয়ে তত বেশি পরিচিত হবেন।

এখন সমাগমতাম্বুর পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের ন্যায্যতা দেওয়ার চতুর্থ কারণটি হল যে এটি পরিত্রাণের অভিজ্ঞতার সমস্ত মহান বিষয়বস্তুর একটি দৃশ্যমান উপস্থাপনা। প্রেরিত পৌল রোমীয় ১৫, ৪ পদে লিখেছিলেন যে "কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই।" - যা পূর্বে লেখা হয়েছিল – "যেন আমরা প্রত্যাশাপ্রাপ্ত হই।" এখন, আমরা বাক্যের এই অংশ থেকে সমাগমতাম্বুকে বাদ দিতে পারি না। সমাগমতাম্বুতে, আমরা দেখতে পাই, আমাদের চোখের সামনে, এইরকম প্রশ্নের উত্তর: ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনা কীভাবে একতরফা অনুগ্রহের বিধান? অথবা, একজন পাপী ব্যক্তি হিসাবে কিভাবে একজন পবিত্র ঈশ্বর আমাকে গ্রহণ করতে পারেন? আমি কিভাবে একজন অপবিত্র পাপী হিসেবে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, যখন আমি অপরাধী? অথবা, যদি আমরা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পাই, তবে এখন বিশ্বাসের ভূমিকা কি? বা, কিভাবে ন্যায্যতা এবং পবিত্রতা সম্পর্কিত, এবং তবুও একে অপরের থেকে পৃথক? অথবা, এখন কালভেরীর ক্রুশ এবং ঈশ্বর পিতার দক্ষিণ হস্তে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার মধ্যে সম্পর্ক কী? অথবা, অন্য প্রশ্ন হতে পারে, মহিমা কি এবং ঈশ্বরের মন্ডলীর – পবিত্রগণের সহভাগিতার উদ্দেশ্য কি? এবং পরিশেষে, হৃদয় - ঈশ্বরের মহিমার হৃদয় আসলে কি? এগুলি হল ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন, এবং সমাগমতাম্বুর কাঠামোতে এগুলির সবগুলির উত্তর শিশুদের বাইবেলের মতো একটি খুব সাধারণ, একটি বাস্তব সুসমাচারের মাধ্যমে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

এবং তাই, পঞ্চমত, সমাগমতাম্বু এবং আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলির একটি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন, বিভিন্ন বলিদানের বিশদ বিবরণ - যা আমি এই ধারাবাহিক পাঠে অন্তর্ভুক্ত করব না - বাকি শাস্ত্রের সমস্ত ধরণের অংশগুলির জন্য আপনার চোখকে উন্মুক্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা সমাগমতাম্বু কাঠামোর বিভিন্ন বিবরণ এবং অর্থ জানি, তখন এটি আপনাকে গীতসংহিতা এবং ভাববাদীদের বিভিন্ন উল্লেখ এবং বাণী উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। যেমন আপনি যদি একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ চান, গীতসংহিতা ১৪১, ২ পদে দায়ূদ প্রার্থনা করেন, প্রভু, "আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে সুগন্ধি ধূপরূপে, আমার অঞ্জলি-প্রসারণ সান্ধ্য উপহাররূপে সাজান হউক৷" এটি আপনাকে ইব্রীয় পুস্তকের সমৃদ্ধ সুসমাচার শিক্ষাগুলি এবং প্রকাশিত বাক্যের প্রতীকবাদের অনেক কিছু বুঝতে সাহায্য করবে৷ কারণ এই দুটি বই সম্পূর্ণরূপে সমাগমতাম্বুর চিত্রের উপর নির্মিত।

সুতরাং, আপনিই নির্ধারন করুন। আমি কি সমাগমতাম্বুর পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের জন্য আমার কেস তৈরি করেছি? এখন এটি একটি সার্থক প্রচেষ্টা, যদিও সেই স্থানটি বহু বছর অতীত হয়ে গেছে। এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে আপনি যখন সমাগমতাম্বুর এই সফরে আমার সাথে হাঁটবেন, তখন এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিস্ময়কর এবং সান্ত্বনাদায়ক সৌন্দর্য সম্পর্কে আপনার উপলব্ধিকে শক্তিশালী করবে। এবং তাই, যখন আমরা এই অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যাই, ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের সকলকে সাহায্য করুন।